বরিশাল জেলায় অনুষ্ঠিত "প্রশিক্ষণ কর্মসূচির অগ্রগতি পর্যালোচনা ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ" শীর্ষক বরিশাল বিভাগীয় কর্মশালার কার্যবিবরণীঃ

স্থান	ঃ	সার্কিট হাউজ মিলনাতন, বরিশাল ।	
তারিখ	ঃ	১২-০৫-২০১৬ খ্রিঃ	
প্রধান অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম, পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।	
বিশেষ অতিথি	ঃ	জনাব মোঃ গাজী আক্তারুজ্জামান, পুলিশ সুপার, বরিশাল ।	
সভাপতি	ঃ	জনাব গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, জেলা প্রশাসক, বরিশাল।	
অন্তর্ভূক্ত জেলার সংখ্যা	ঃ	১১টি (বরিশাল, ভোলা, পিরোজপুর, পটুয়াখালী, বরগুনা, ঝালকাঠী, ফরিদপুর, মাদারীপুর, রাজবাড়ী, শরীয়তপুর ও বাগেরহাট)	
অন্তর্ভূক্ত উপজেলার সংখ্যা	ঃ	৭৪ (সংশ্লিষ্ট'জেলার সকল উপজেলা)।	
অংশগ্রহণকারী	ঃ	ক) উপ-পরিচালক	- ১১ জন।
		খ) কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর।	- ১০ জন।
		গ) সিনিয়র প্রশিক্ষক/প্রশিক্ষক (ট্রেড ভিত্তিক প্রতি ট্রেড থেকে ১ জন করে)	- ০৯ জন।
		ঘ) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	- ৭৪জন।

কর্মশালায় উপস্থিতি ঃ পরিশিষ্ট-'ক' তে দেখানো হলো।

উদ্বোধনী পর্ব ঃ পবিত্র কোরআন হতে তেলোয়াত, গীতা ও বাইবেল পাঠ এর মাধ্যমে অনুষ্ঠান এর সূচনা করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য ঃ স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবা আক্তার, উপ-পরিচালক বরিশাল। অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি প্রধান অতিথি জনাব শহীদুল ইসলাম পরিচালক (প্রশিক্ষণ) এবং ১১টি জেলা হতে আগত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। তিনি বলেন একটি দেশের চালিকা শক্তি হলো যুব শক্তি। যুগে যুগে যুব সমাজ দেশের যে কোন উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর বিভিন্ন ট্রেডের মাধ্যমে এদেশের যুব সমাজকে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে যাতে যুবরা আত্মকর্মে নিয়োজিত হতে পারে। UNDP এর প্রতিবেদনে অনুযায়ী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৃদ্ধ মানুয়ের সংখ্যা বাড়ছে কিন্তু বাংলাদেশে যুব শক্তি প্রচুর যা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়। তিনি বলেন অন্যান্য সংস্থা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান করে থাকে অথচ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তার পরিবর্তে ভর্তি ফি নিয়ে থাকে। ফলে প্রশিক্ষণের চাহিদা থাকা সত্বেও যুবরা প্রশিক্ষণের জন্য এগিয়ে আসেনা। আসলে ও আগ্রহ থাকে না। তাই নামে মাত্র প্রশিক্ষণ নিয়ে যুবদের কোন কাজে আসে না। তিনি বলেন কর্মশালার মাধ্যমে কাজের গতি বৃদ্ধি পাবে। অবশেষে সকলকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং কর্মশালার সফলতা কামনা করে বক্তব্য শেষ করেন।

প্রধান অতিথি ঃ জনাব শহীদুল ইসলাম, পরিচালক(প্রশিক্ষণ) শুরুতেই সভাপতিসহ কর্মশালায় আগত সবাইকে শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন কর্মশালার উদ্দেশ্য হলো প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নসহ মতামত বিনিময় করা এবং সে মতে কার্যক্রম চালানো। সৃষ্টিলগ্ন হতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর প্রধান লক্ষ্য ছিল যুবদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মে নিয়োজিত করা। পরবর্তীতে ঋণ সুবিধা যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর অন্যান্য সংস্থার সাথে MOU এর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হচ্ছে। বিশেষ করে বিজিএমই এর মাধ্যমে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে যার মাধ্যমে যুবরা কর্মে নিযুক্ত হতে পারছে। তিনি বরিশালে ৮টি উপজেলায় ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচী চালু হওয়ায় বরিশালবাসীকে ভাগ্যবান বলে মত ব্যক্ত করেন। এর মাধ্যমে ৮টি উপজেলায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানসহ জীবনমানের উন্নয়ন হবে। তাই এর সাথে সংশ্লিষ্টদের যথেষ্ট আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কর্মসূচী সফলভাবে বাস্তবায়নের আহবান জানান। তিনি বলেন স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তবেই তা কাজে আসবে। পরিশেষে জেলা প্রশাসকসহ আগত সবাইকে পুনরায় স্বাগত জানিয়ে কর্মশালার শুভ উদ্বোধন ঘোষনা করেন।

সভাপতির বক্তব্য ঃ জনাব গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান জেলা প্রশাসক, বরিশাল প্রধান অতিতিসহ ১১টি জেলা হতে আগত সকলকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ হতে বরিশালের সবুজ চত্বরে ও স্বাগত জানান। তিনি বলেন প্রশিক্ষণ একজন মানুষকে সারা জীবন সফলতা এনে দেয়। এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব সমাজকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মে নিযুক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করে আসছে। তিনি বলেন কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণের মান উন্নয়নের পরিকল্পনা, কর্মশালার ভুলত্রুটি সংশোধনসহ ভবিষ্যতের কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। তিনি সকলকে সে মতে কাজ করার আহবান জানান। এক্ষেত্রে প্রশাসনের প্রযোজনীয় সকল সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দেন। পরিশেষে দিনব্যাপি কর্মশালার সফলতা কামনা করে উদ্বোধনী পর্বের সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

কর্ম অধিবেশন ঃ

জেলা কার্যালয় ঃ কর্মঅধিবেশন সঞ্চালন করেন জনাব মাসুদ আকন্দ,উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা। কর্মঅধিবেশনের শুরুতেই তিনি তাঁর সাথে আগত রিসোর্স টিমের সকল সদস্য এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণের জন্য আগত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাগত জানান। অংশগ্রহণকারী ১১টি জেলার মধ্যে মাদারীপুর জেলা সর্বোচ্চ ৬৪০ জন প্রশিক্ষনার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যা এর লক্ষ্যমাত্রার ৮৪%। ২য় অবস্থানে রয়েছে রাজবাড়ী জেলা, ৫৮০ জনের বিপরীতে অর্জন ৪৮১ জন অর্থাৎ ৮৩%। ৩য় অবস্থানে রয়েছে শরীয়তপুর জেলা, ৫৮০ জনের বিপরীতে অর্জন ৪৫০ জন অর্থাৎ ৭৮%। সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে ঝালকাঠি জেলা। এ জেলায় ৫৮০ জন লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন মাত্র ১৬৮ জন অর্থাৎ ২৯%। ঝালকাঠি, ফরিদপুর, পিরোজপুর জেলায় পারফরমেন্স খারাপ হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয় এবং জুন'১৬ এর মধ্যে এ জেলাগুলোকে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে বলা হয়।

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রঃ ১০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মধ্যে পটুয়াখালী যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে সর্বনিম্ন ৯৫ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যা লক্ষমাত্রার ৪০%। এ কেন্দ্রকে জুন'২০১৬ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন করতে বলা হয়েছে। মাদারীপুর যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সর্বোচ্চ ১০৭% অর্জন করতে সক্ষম হওয়ায় ধন্যবাদ জানানো হয়। বাকী ৮টি কেন্দ্রের অগ্রগতি সন্তোষজনক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে।

উপজেলা কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ঃ অংশগ্রহণকারী উপজেলাগুলির মধ্যে কিছু সংখ্যক উপজেলার পারফরমেন্স শূণ্য(০) হওয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। এ সমস্ত উপজেলা সমূহকে অবশ্যই আগামী জুন'১৬ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করতে নির্দেশনা দেয়া হয়। পুরো কর্মঅধিবেশনে পরিচালক(প্রশিক্ষণ) উপস্থিত ছিলেন।

বিষয় ঃ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উপায় ও দূরীকরণের উপায়সমূহঃ

অন্তরায়সমূহ ঃ

- প্রশিক্ষণের অভাব।
- প্রশিক্ষণ উপকরণের স্বল্পতা।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা বেশী নির্ধারিত থাকা।
- প্রশিক্ষনার্থীদের বর্তমান বয়সসীমা।
- প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক) ট্রেডে ভাতার ব্যবস্থা না থাকা।
- আবাসিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ ভাতার স্বল্পতা।
- জেলা কার্যালয় ও সংশ্লিষ্ট অনাবাসিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ শহর থেকে দূরে অবস্থিত হওয়া।
- পর্যাপ্ত প্রচারনার অভাব।
- অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের ভেন্যু সংকট।

অন্তরায় দূরীকরণের উপায়সমূহ ঃ

- শূণ্য পদ পূরণ করা।
- প্রশিক্ষণ উপকরণের বাজেট বৃদ্ধি করা।
- প্রতি ব্যাচে (অপ্রাঃ) প্রশিক্ষনার্থীর সংখ্যা ২০ জনে নির্ধারণ করা।
- বয়স সীমা (১৬-৪৫) নির্ধারণ করা।
- প্রাঃ ও অপ্রা (অনাবাসিক) ট্রেডে প্রশিক্ষনার্থীরদের ভাতার ব্যবস্থা করা।
- আবাসিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ ভাতার পরিমাণ বৃদ্ধি করা।
- জেলা প্রশাসন ও জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রচারের ব্যবস্থা করা।
- উপজেলা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ ভেন্যু স্থাপন/ভেন্যুর ভাড়ার ব্যবস্থা করা।

বিষয় ঃ নতুন ট্রেড চিহ্নিতকরণ।

- ক্রেষ্ট তৈরী।
- হারবাল পল্লী চিকিৎসা।
- পেইন্টিং ও ডেনটিং
- ড্রাইভিং

- অটোরিক্সা মেরামত।
- ড্রাইসেল ব্যাটারী তৈরী ও মেরামত।
- গ্যাসের চুলা ও সোলার মেরামত।
- টাইলস ফিটিং।
- চামড়াজাত দ্রব্য উৎপাদন ও মেরামত।
- অব্যবহৃত পলিথিন, প্লাষ্টিক সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ।
- ফিজিওথ্যারাপী।
- হাঁসমুরগী ও গবাদিপশুর প্রাথঃ চিকিৎসা।
- মাছের রেনু উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ।
- বিদেশী ভাষা শিক্ষা কোর্স।
- মোবাইল ফোনের কভার উৎপাদন, বাজারজাতকরণ।
- ফটোকপিয়ার মেরামত ও ব্যবহার।
- চটের ব্যাগ তৈরী ও বাজারজাতকরণ।
- চটপটি, ফুচকা তৈরী ও বাজারজাতকরণ।
- ঘড়ি মেরামত।

বিষয় ঃ <u>প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডের অনলাইনে ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়ার সুবিধা ও অসুবিধা।</u>

<u>সুবিধা ঃ</u>

১। আধুনিক পদ্ধতি।
২। খরচ কম।
৩। সময় কম।
৪। যে কোনও স্থানে বসে আবিদন করা যায়।
৫। বাছাই প্রক্রিয়া সহজ হয়।
৬। যুবদের তালিকা তৈরীকরণ সহজ হবে।
৭। প্রক্রিয়াটি স্বচ্ছ হবে।
৮। নির্বাচিত হওয়া, ভর্তির তারিখ, সময়, খরচ ইত্যাদি সরাসরি জানতে পারবে।
৯। প্রশিক্ষণের সর্বশেষ তথ্য এবং ভর্তির তথ্য প্রধান কার্যালয়সহ যে কেউ যে কোন স্থানে বসে জানতে পারবে।

<u>অসুবিধা ঃ</u>

১। নেটওয়ার্কের অসুবিধা/দুর্বল নেটওয়ার্ক।
২। জনগনের মধ্যে সচেতনতার অভাব।
৩। এ বিষয়ক সফটওয়্যার তৈরী থাকতে হবে।
৪। বিদ্যুৎ এর অপ্রতুলতা।

বিষয় ঃ <u>প্রশিক্ষণের মান কিভাবে বাড়ানো যায়?</u>

১। বর্তমান সময়ের চাহিদার ভিত্তিতে নতুন ট্রেড চালু করা।
২। প্রশিক্ষনার্থীদের ক্লাশে মাল্টিমিডিয়া চালু করা।
৩। বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ভ্রাম্যমান প্রশিক্ষণ কোর্সে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ চালু করা যার মেয়াদ ১ মাস বা ৩ মাস।
৪। আবাসিক প্রশিক্ষনার্থীদের যাতায়াত ভাতা এবং প্রশিক্ষণ ভাতা বর্ধিত করা।
৫। অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভাতা ও উপকরণ বর্ধিত করা।
৬। প্রশিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।
৭। জেলা ও উপজেলার জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা।
৮। পুরাতন যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলো সংস্কার করা এবং জেলা শহরের কাছাকাছি করা।

বিষয় ঃ <u>০১টি উপজেলায় ০১টি অর্থবছরে সফলভাবে সর্বোচ্চ কয়টি অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্স করা যেতে পারে?</u>

- ১২টি কোর্স করা যেতে পারে।

যুক্তি উপস্থাপন ঃ

১। প্রতি মাসে ১টি কোর্স সফল ও সুন্দরভাবে করা সম্ভব।
২। মাসের ৭ দিন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চললে বাকী দিনগুলি আত্মকর্মী তৈরী, সদস্য বাছাই, প্রকল্প পরিদর্শন, ঋণ তদারকী, আদায় বিতরণসহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব।
৩। মাসে ১টি করে প্রশিক্ষণ কোর্স চালালে উপজেলায় যুব কার্যক্রমসহ প্রশাসনিক অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হবে।
৪। প্রতি কোর্সে ২০-২৫ জন প্রশিক্ষনার্থী হইলে প্রশিক্ষণ সুন্দর করা সম্ভব।

বিষয় ঃ **বেসিক কম্পিউটার ও মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এপ্লিকেশন কোর্সের অনলাইনে ভর্তি পরীক্ষার নমুনা প্রশ্ন তৈরী করণ।**

১। কম্পিউটার কে আবিষ্কার করেন?
২। কম্পিউটার এর কয়টি অংশ?
৩। আপনি কেন কম্পিউটার পশিক্ষণ নিতে আগ্রহী?
৪। ডিজিটাল বাংলাদেশ বলতে আপনি কি বোঝেন?
৫। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনি কিভাবে আপনার বিকারত্ব ঘুচাতে পারবেন?
৬। অনলাইন এবং ইন্টারনেট শব্দ দুটির সাথে আপনি পরিচিত কি-না?
৭। ফেসবুক ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা কী কী বলে আপনি মনে করেন?
৮। নেটওয়ার্ক কী?
৯। সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার শব্দদুটি আপনি পূর্বে শুনেছেন কি-না?
১০। মডার্ন অফিস ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ নিলে আপনা কী কী উপকার হবে বলে মনে করেন?

বিষয় ঃ প্রশিক্ষণ পরিচালনার মান সমতাকরণ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের (ফরমেট) উপর মতামত প্রদান।

১। সনদপত্র বিতরণ রোজষ্টার এর ফরমেট এ-০৩ নং কলামে প্রশিক্ষনার্থীর পিতা, মাতা ও স্থায়ী ঠিকানা এবং ন্যাশনাল আইডি/জন্ম নিবন্ধন অন্তর্ভূক্তি আবশ্যক।
২। ভর্তি রেজিষ্টারের ফরমেট এ-০২নং কলামে প্রশিক্ষনার্থীর পিতা, মাতা ও স্থায়ী ঠিকানা ও ন্যাশনাল আইডি/জন্ম নিবন্ধন ও আরও একটি কলাম বাড়িয়ে অফিস প্রদানের স্বাক্সর আবশ্যক।
৩। প্রশিক্ষনার্থীর তথ্য রেজষ্টারের ফরমেট এ-০২টি কলাম বাড়িয়ে প্রশিক্ষক/কোর্স কো-অর্ডিনেটর ও অফিস প্রদানের স্বাক্ষর গ্রহণ।
৪। টেবুলেশন এর ফরমেট(তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক)-কেন্দ্র প্রদানের স্বাক্ষরের ডান পার্শ্বে উপপরিচালকের স্বাক্ষর আবশ্যক।
৫। টেবুলেশন সীট এর ফরমেট(কৃষি বিষয়ক)-কেন্দ্র প্রদানের স্বাক্ষরের ডান পার্শ্বে উপপরিচালকের স্বাক্ষর আবশ্যক।

কোর্স কো-অর্ডিনেটরের কাজ ঃ

প্রধান কার্যালয় কর্তৃক সরবরাহকৃত কর্মপরিধির সংগে আমরা একমত। তবে-

ক) কোর্স কো-অর্ডিনেটরের ভাতা থাকা প্রয়োজন।
খ) পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নের জন্য সম্মানী ভাতা থাকা দরকার্
গ) অতিথি বক্তাদের ক্লাশ বাড়ানো । UYDO ক্লাশে সম্পৃক্ত করা।
ঘ) কোর্স কো-অর্ডিনেটর সনদপত্রে গ্রেড দিবেন না তিনি সীট তৈরী করবেন।
ঙ) অতিথি বক্তা ভেদে সম্মানী নির্ধারণ করা।
চ) উপকরণে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা(উপকরন মান সম্মত করা)
ছ) কোর্স কো-অর্ডিনেটরদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

অ ঃ প্রাঃ (ক্রেডিট সুপারভাইজার)

১। নির্ধারিত ফরমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংগ্রহ করা ও রেজিষ্টারে উত্তেলন করা(উদ্বোধনী দিনে)
২। প্রশিক্ষার্থীর তথ্যাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষন করা।
৩। উপকরণ বিতরণ ও রেজিষ্টারে উত্তোলন।
৪। UYDO এর সংগে আলোচনা করে অতিথি বক্তা নির্বাচন ও হাজিরা নিশ্চেত করা।

ভেন্যু ঃ

✧ অঃ প্রাঃ প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে মাল্টিমিডিয়া সহ ভেন্যু ভাড়া চেয়ার ভাড়া ইত্যাদি থাকা।
✧ বিদ্যুৎ বিল দেবার বরাদ্দ থাকা।

সময়সূচী ঃ

✧ প্রাতিষ্ঠানিকের ক্ষেত্রে প্রধান কার্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ।
✧ বিশেষ প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও প্রশিক্ষনার্থীদের সময়মত ।

অঃ প্রা ঃ

✧ গ্রামের স্কুলে মাদ্রাসার সময় অনুযায়ী নির্ধারন।
✧ ক্লাবে ভেন্যু গলে প্রশিক্ষনার্থীরে সময় সুযোগ মত নির্ধারন।

(মাসুদা আকন্দ)
উপ-পরিচালক(প্রশিক্ষণ)
ফোন নং ৯৫৬৯৭১০।

স্মারক নং-৩৪.০১.০০০০.০২৭.২৯.২২৩.১৫- ৪৪২, তারিখ ঃ ০৪/৮/২০১৬ খ্রিঃ

অনুলিপি বিতরণ ঃ

০১। পরিচালক----------(সকল), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০২। কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ----------।
০৩। উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর----------জেলা।
০৪। ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর, যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র----------।
০৫। সহকারী পরিচালক(আইসিটি), তাকে পত্রটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের প্রয়োজনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনরোধ করা হলো।
০৬। উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা----------উপজেলা----------জেলা।
০৭। মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত সহকারী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৮। অফিস কপি।

৪/৮/১৬
(ফাতেমা বেগম)
সহকারী পরিচালক(প্রশিক্ষণ)
ফোন ঃ ৯৫৫৩২৮৩